আলমডাঙ্গার নগরবোয়ালিয়ায় জাল নোটসহ যুবক আটক

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নগরবোয়ালিয়া গ্রামে ৫০০ টাকার জাল নোটসহ হৃদয় (২২) নামে এক যুবককে আটক করেছে স্থানীয় জনগণ। আজ বুধবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা গ্রামের জামাত আলির ছেলে হৃদয় তার বন্ধু রাব্বিকে সঙ্গে নিয়ে নগরবোয়ালিয়া গ্রামে যায়। সেখানে একটি মুদি দোকানে ৫০০ টাকার দুটি জাল নোট দিয়ে সিগারেট কেনার চেষ্টা করলে দোকানদারের সন্দেহ হয়। পরে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রাব্বি পালিয়ে যায় এবং হৃদয়কে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

এ বিষয়ে স্থানীয়দের অভিযোগ, সারা দেশজুড়ে যেমন জাল নোটের বিস্তার ঘটেছে, তেমনি আলমডাঙ্গা উপজেলা ও আশপাশের হাটবাজারেও জাল নোটের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গরুর হাট, মোটরসাইকেল হাট, বাজার ও গার্মেন্টস এলাকায় এসব জাল নোট কারবারিরা সুযোগ নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর উদ্যোগ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সুধীজনরা।

তৃতীয় বিয়ের অনুমতি না পেয়ে প্রবাসফেরত যুবকের আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনীতে স্ত্রীর ও পরিবারের ওপর অভিমান করে আলমগীর হোসেন (৩৮) নামের প্রবাসফেরত এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন।

গতকাল শুক্রবার ভোরে উপজেলার বামন্দী নিশিপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। আলমগীর একই এলাকার নমাজ আলীর ছেলে।
নিহত আলমগীর হোসেনের প্রথম স্ত্রী আনজিরা খাতুন বলেন, আমার

স্বামী মালয়েশিয়ায় থাকা অবস্থায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার আরও একটি বিয়ে করেছিল। সেই স্ত্রী আলমগীরকে ডিভোর্স দিয়ে ঢাকায় চলে যান। এরপর মালয়েশিয়া থেকে ফিরে এসে আলমগীর আরও একটি বিয়ে করতে চান। আমার একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। কিন্তু পরিবারের কেউ সম্মতি না দেওয়ায় বেশ কয়েকদিন ধরে এই বিষয়টি নিয়ে সবার সঙ্গেই মনোমালিন্য হয়।

একপর্যায়ে তৃতীয় বিয়েতে কেউ রাজি না হওয়ায় পরিবারের ওপর অভিমান করে প্রতিবেশী ফুফুর বাড়িতে রাতে ঘুমাতে যান। সেখানে রাতের কোনো এক সময় সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় রশি দিয়ে সেখানে আত্মহত্যা করেন। এই মাসের ২২ তারিখ আবারও তার দেশের বাইরে যাওয়ার কথা ছিল।

নিহত আলমগীরের বাবা নমাজ বলেন, বর্তমানে সংসারে তার স্ত্রী ও দুটি সন্তান রয়েছে। এমন অবস্থায় সে তৃতীয় বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এ নিয়ে আমাদের পরিবারের সবার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। পরে ভোরে আলমগীরের ফুফুর বাড়ির ঘরের মধ্যে ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখি।

এ ঘটনায় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, খবর পেয়ে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের মহেশপুর-গৌরীহৃদ সড়কে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আটক যুবকের নাম মো. মাসুদ অরুন(২২)। তিনি মহেশপুর গ্রামের মো. সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান পিপিএম এর নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মো. হাফিজুল ইসলাম এর নেতৃত্বে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল নিয়মিত টহল ও মাদকবিরোধী অভিযানে নামে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কলাবাগানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর অভিযান চালিয়ে মাসুদ অরুনকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ১০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে পুলিশ।

ওসি মাসুদুর রহমান জানান, আটক যুবকের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা (নং–০৫, তারিখ–০৪/১০/২০২৫) দায়ের করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

স্থানীয়দের মতে, ওই এলাকায় কিছুদিন ধরে মাদক লেনদেন বেড়ে যাওয়ায় পুলিশি তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। তারা পুলিশের এ ধরনের অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলো যুবক

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের পারলক্ষ্মীপুর ঘোষপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন এক যুবক। তবে চিকিৎসকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তিনি বর্তমানে শঙ্কামুক্ত হয়ে সুস্থ জীবনে ফিরেছেন।

ঘটনাটি ঘটে গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঞ্জুরুল ইসলাম (২৮) নামের ওই যুবক এলাকায় ডিস লাইনের কাজ করার সময় অসতর্কভাবে বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে কাজ করছিলেন। হঠাৎ বিদ্যুতায়িত হয়ে তিনি খুঁটির সাথে ঝুলে পড়েন। মুহূর্তেই এলাকাবাসীর চিৎকারে সহকর্মীরা তাকে নিচে নামিয়ে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, “মঞ্জুরুলকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। দ্রুত চিকিৎসা শুরু করার ফলে তার জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।” বর্তমানে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত। সুস্থ হওয়ার পর মঞ্জুরুল সাংবাদিকদের বলেন, “আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি বেঁচে গেছি। ভবিষ্যতে আর কখনো ঝুঁকি নিয়ে কাজ করব না।”

এই ঘটনায় এলাকাবাসীও শিক্ষাগ্রহণ করেছে। তারা জানান, বিদ্যুৎ ও ডিস লাইনের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

দর্শনায় মোটর সাইকেল চোর সন্দেহে যুবককে গণ-পিটুনী দিয়ে থানায় সোর্পদ

দর্শনায় মোটর সাইকেল চোর সন্দেহ করে এক যুবককে গণ-পিটুনী দিয়ে দর্শনা থানায় সোর্পদ করে সাধারণ জনতা। পুলিশ ও মোটর-সাইকেল মালিক পারকৃষ্ণপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে মাসুদ রানা জানান, সন্দেহভাজন যুবক একজন ভারসাম্যহীন।

সে দর্শনা রেলগেট নামক স্থানের পাশে টিভিএস মোটর-সাইকেল নং:- চুয়াডাঙ্গা-হ- ১৫-৩৭০৩ গাড়িতে হাত রেখে নাড়াচাড়া করছিল। এসময় মোটর-সাইকেল চোর মনে করে এলাকার লোকজন ছুটে এসে মারটিপ শুরু করে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এরপর পুলিশ তার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে সে ভিন্ন নাম ঠিকানা বলতে থাকে। সে বলে তার নাম ইয়ামিন মিয়া, পিতার নাম জিল্লু মিয়া আবার বলে ঝিরু মিয়া। বাড়ি ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে চান্দুরা, ঢাকা গাজীপুর। আবার কখনো বলে শেরপুর। ঠিকানা ঠিকমত বলতে পারছিল না।

এসময় দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহম্মদ শহীদ তিতুমীর চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজ সেবা কর্মতার কাছে বলে হেফাজতে নেওয়ার কথা

জানান। আজ সোমবার তাকে উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তার মাধ্যমে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় তাকে ঢাকা মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ করা হবে বলে অফিসার ইনর্চাজ মোহম্মদ শহীদ তিতুমীর জানান।

দর্শনায় পৃথক দুইটি স্থানে দুই যুবকের অপমৃত্যু

দর্শনায় পৃথক দুইটি স্থানে দুই যুবকের অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দর্শনা থানাধীন প্রতাপপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে বাবুল আক্তার (৩৭) রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। সে সেলুনের কাজ করতো। এছাড়া সে মালেশিয়ায় গিয়েছিল। সেখানে অসুস্থ্যতা বোধ করলে বাড়ি চলে আসে। তার ১৪ বছর ও ৮ বছরের ২টি ছেলে আছে।

সকালে বাড়ির লোকজন তার ঘরে গিয়ে ডেকে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখে সে রাতে ঘুমের ঘরে কোনো এক সময় মারা গেছে। এ বিষয় ৯৯৯ এ কেউ একজন মোবাইল ফোন করে বলেন, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে। এরপর এসপি সার্কেল মোস্তাফিজুর রহমান ও দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন তদন্ত করেন।

এছাড়া বেলা ১টার দিকে ডিবি, পিআইবি, ডিএসবি ও পুলিশ অধিকতর তদন্ত কাজ শুরু করেন। বেলা পৌনে ৩টার দিকে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য তার লাশ চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে দেন। বাবুল আক্তারের পিতা তাজুল ইসলাম ও স্থানীয় লোকজন জানান, সে দীর্ঘদিন ধরে ডাবেটিকস-সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিল। এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন তদন্ত করে করেছেন বলে জানান, তিনি সাংবাদিকদের জানান, সে অসুস্থ্যতা জনিত কারণেই মারা গেছে।

যেহেতু ৯৯৯ নাম্বারে কেউ একজন মোবাইল ফোন করে বলেন, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ কারণে আমরা তার লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছি। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে সঠিক ঘটনাটি জানা যাবে।

এছাড়া দর্শনা থানাধীন গহেরপুরের এক যুবক গলাই ফাঁস দিয়ে মারা গেছে। সে গহেরপুর গ্রামের তপন মাঝির ছেলে প্রান্ত (১৮)। গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ির পাশে বাগানে গাব গাছের সাথে গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে পুলিশ জানায়। পুলিশ ও গ্রামবাসী জানান, প্রান্তর মাথায় সমস্যা ছিল। দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর জানান, রাত ২টা ৩০ মিনিটের সময় ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়।

দর্শনায় শয়নকক্ষ থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন প্রতাপপুর গ্রামে নিজ শয়নকক্ষ থেকে বাবু (৩৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে দর্শনা ও ঝিনাইদহ পিআইবির একটি টিম।

আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। নিহত বাবুল আক্তার দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাবু খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিজ শয়নকক্ষে ঘুমাতে যান।এরপর আজ রবিবার ভোরে বাবা-মা তার শয়নকক্ষে গিয়ে দেখেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তার পিঠে একটি ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। এরপর অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি ট্রিপল নাইন (৯৯৯) ফোন করলে দর্শনা থানা পুলিশ সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। পরে বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমীর ঘটনাটির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এটি হত্যা নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু তা এখনও জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের পরে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

চুয়াডাঙ্গায় কিশোরী ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

চুয়াডাঙ্গার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ১৪ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে খায়রুল ইসলাম (২৪) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত খায়রুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গার বুজরুকগড়গড়ি মাদরাসাপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী কিশোরী সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর স্কুলে যাওয়ার পথে আসামি খায়রুল ইসলাম তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অটোরিকশায় তুলে নেয়। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর গভীর রাতে একটি বাগানে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং এ বিষয়ে কাউকে জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেন।

পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর কিশোরীকে ফাঁকা বিল থেকে উদ্ধার করেন। পরে ভুক্তভোগীর পিতা বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত আজ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের সময় আসামি খায়রুল ইসলাম আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে মোবাইল চুরি সন্দেহে গণপিটুনির দুইদিন পরে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহে মোবাইল চুরি সন্দেহে গণপিটুনিতে সুজন (৩৫) নামে এক যুবকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। সুজন শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে এবং বর্তমানে ঝিনাইদহ পৌরসভার পাওয়ার হাউজ পাড়ায় স্ত্রী নিয়ে বসবাস করছিল।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা: ফারহানা শারমিন বলেন, এই রোগীকে অজ্ঞাত নামে গতকাল বৃহষ্পতিবার দুপুরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট হওয়ার কারণে। তার চিকিৎসা চলছিল। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সে মারা যায়।

জানা গেছে, গত বুধবার ভোরে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ৭ম তলায় রোগীর স্বজনদের মোবাইল চুরির অভিযোগে সুজনকে গণপিটুনি দেয় রোগীর স্বজনরা। তাকে মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। গত বুধবার সকালে তাকে সদর থানা পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন শুক্রবার হাসপাতাল থেকে বলেন সেদিনই তার স্ত্রীর জিম্মায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে চুরির বিষয়ে বা তাকে মারা বিষয়ে কোন পক্ষই কোন অভিযোগ দেয়নি।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, গতকাল বৃহষ্পতিবার দুপুরে একজন রোগী অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের সিড়ির মধ্যে শুয়ে আছে জানতে পেরে তাকে হাসপাতালে ভর্তির নির্দেশ দিই। তার চিকিৎসা চলছিল। আমি আজ ছুটিতে আছি। দুপুর পৌণে দুইটার দিকে আমার স্টাফরা আমাকে জানান রোগীটি মারা গেছে। তবে গত বুধবার ভোরে মোবাইল চুরি নিয়ে গণপিটুনির বিষয়ে আমার কিছুই জানানেই।

এদিকে, আজ শুক্রবার দুপুরে হাসপাতালে লাশ ঘরে নিহতের মরদেহ রাখা

হয়। তবে সেখানে তার কোন আত্মীয় স্বজনকে পাওয়া যায়নি। ঝিনাইদহ পাওয়ার হাউজ পাড়ায় তার শ্বশুর বাড়িতেও যেয়েও তার স্ত্রীকে পাওয়া যায়নি। মরদেহের সুরতহাল তদন্ত করেন সদর থানার এই আই তাইফুল।

এই ঘটনায় আইনী প্রক্রিয়া কি হবে জানতে চাইলে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এই বিষয়ে এখনই বলা যাচ্ছে না।

ঝিনাইদহে খাবার হোটেলে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক যুবককে কুপিয়ে জখম

ঝিনাইদহে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জুয়েল হোসেন (২৮) নামে এক যুবককে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপিয়ে মারাত্বক জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

মঙ্গলবার বিকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া বাজারে এই হামলার ঘটনা ঘটে। জুয়েল ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের আনোয়ার হোসেনেরে ছেলে।

আহত জুয়েলের ভাই রুবেল জানান, তার ছোট ভাই জুয়েল বিকেলে নাস্তা করতে হোটেল গেলে নাস্তা করাকে কেন্দ্র করে হোটেল মালিক শরিফুল লস্করদের সাথে তর্কবিতর্কে জড়ায়। এসময় মালিক শরিফুল লস্কর, মামুন লস্কর ও সাইফুল লস্করসহ বেশ কয়েকজন তারা হোটেলে মুগলাই পরাটা কাটা দা দিয়ে তার মাথায় ও হাতে উপর্যুপুরি কুপিয়ে জখম করে। স্থানীয় লোকজন সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ফরিদপুরে রেফার্ড করেন।

এ ব্যপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনা শুনেছি তবে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।